কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৪

সাতক্ষীরায় একটি স্কুলকে 'বাঁচানো'র আকুতি

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি ▷

সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তালতলা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সভাপতির বিরুদ্ধে বিস্তর দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে সাতক্ষীরা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে বিনেরপোতা গ্রামের শিক্ষানুরাগী সোলায়মান আহম্মেদ ওই অভিযোগ তোলেন। এ সময় দুর্নীতি থেকে মুক্ত করে বিদ্যালয়টিকে বাঁচানোরও আহ্বান জানান তিনি।

লিখিত বক্তব্যে বয়োবৃদ্ধ সোলায়মান বলেন, তিনিসহ এলাকার কয়েকজন ব্যক্তি নিজেদের অর্থ, শ্রম ও জমি দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন। বর্তমানে বিদ্যালয়টি দুর্নীতিতে ডুবে গেছে। তাঁরা যে চিন্তা নিয়ে এখানে বিদ্যালয়টি গড়ে তুলেছিলেন, অর্থলোভী দুই প্রধানের (প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি) কারণে তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আর্থিক কেলেঙ্কারীর কারণে প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম ২৮ দিন কারা ভোগ করেছেন। কিন্তু এর পরও তাঁকে চাকরি হারাতে হয়নি। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জানানো হলে সম্প্রতি ঘটনা তদন্তের পর কমিটির সুপারিশে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করে। নিয়ম অনুযায়ী বরখাস্তকৃত শিক্ষক মূল বেতনের অর্ধেক প্রাপ্য হলেও সরকারি বেতনের অংশ না কেটে পুরোটাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি প্রধান শিক্ষক কারাগারে থাকাকালীন তাঁকে স্কুলে হাজিরা দেখিয়ে তাঁর স্বাক্ষরে গত ১৬ মাসের বেতনও তোলা হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন আরো বলা হয়, প্রধান শিক্ষক তাঁর নিজের ভাগ্নেকে সহকারী গ্রন্থাগারিক পদে অনিয়মের মাধ্যমে তড়িঘড়ি করে নিয়োগ দিয়েছেন। তা ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় দারুল ইহসানের সার্টিফিকেট অবৈধ ঘোষণা করলেও তিনি ওই সার্টিফিকেটকে বৈধতা দিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, তাঁরা দুজন মিলে বিদ্যালয়ের অন্যান্য ফান্ডের টাকাপয়সাও আত্মসাৎ করেছেন। প্রধান শিক্ষক মহিলা শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন।

প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি জানান, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে তদন্ত হবে। তাঁরা দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি ভোগ করবেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, নিয়োগের যা ভুলত্রুটি হয়েছে, এর দায়ভার প্রধান শিক্ষককে বহন করতে হবে।

এ বিষয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা কিশোরী মোহন সরকার জানান, আগামী রবিবার (আজ) তদন্তের দিন ধার্য রয়েছে।